অনলাইন যৌন নির্যাতনের শিকার হলে কোথায় এবং কিভাবে যাবো?

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)
ফোন: +৮৮ ০১৫৫৫ ১২১১২১
ইমেইল: inquires@ btrc.gov.bd

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (PBI)
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৬১৫৭৬৪
ইমেইল: dig. pbi@police.gov.bd

ক্রাইম রিসার্চ এন্ড এ্যানালাইসিস ফাউন্ডেশন (ক্রাফ)
বাড়ি: ১৫, রোড: ৮, ফ্লাট: এফ (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন: +৮৮ ০১৯৮৮ ৮১৩৩৭৭
ইমেইল: info@crafbd.com

অনলাইন অভিযোগ:
https://www.facebook.com/groups/CrimeResearchandAnalysisFoundation

গোপনীয় অভিযোগের জন্য এখানে মেসেজ করুন:
https://www.facebook.com/CrimeResearchandAnalysisFoundation/

ইনসাইট বাংলাদেশ
হেল্প ডেস্ক: ০১৭৬৬৬৭৮৮৮৮
ওয়েব: insightbangladesh.org.bd
প্লট: ০৪, রোড: ০২, ব্লক: জি, মিরপুর: ১
ঢাকা ১২১৬

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৩৪২৯৮৯
ফেসবুক: www.facebook.com/ciccidbdpolice
ইমেইল: aspccscid@police.gov.bd

বাংলাদেশ কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (বিডি-কার্ট)
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৯১৯২৫২
ইমেইল: info@bdnet.org

বাংলাদেশ সাইবার এন্ড লিগ্যাল সেন্টার
বাড়ি-৩৫, রোড-১১৭ (৩য় তলা)
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
মোবাইল: ০১৭১৭৪৩৬৪২২

প্রণয়নে
শিশু অধিকার ইউনিট
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), ২/১৬, ব্লক- বি, লালমাটিয়া, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৮১০০১৯২, +৮৮-০২-৮১০০১৯৫, ওয়েব: www.askbd.org

আর্থিক সহযোগিতায় terre des hommes stops child exploitation

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমূহ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিশু যৌন নির্যাতন রোধে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ

দৈনন্দিন জীবনে মানুষ প্রতিনিয়ত কোনো না কোনোভাবে সহিংসতা বা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে,সামাজিক অপরাধ, অপরাধের ধরন ও পরিবর্তিত হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কিছু মানুষ সাইবার অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে। শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন সম্পর্কে জানার বা এ বিষয়ে ধারণা লাভ করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে এক ধরনের উদাসীনতা রয়েছে। অথচ ডিজিটাল মাধ্যমে যে হারে অপরাধ বাড়ছে, তাতে করে আমাদের দেশের শিশুসহ অভিভাবক তথা সবার সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জানা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। এ ধরনের অপরাধে তারা কী ভাবে জড়ায়,সাইবার অপরাধের কী শাস্তি হতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুরা প্রায় কিছুই জানেনা। তাই, শিক্ষার্থীদের সহজ ভাষায় আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের এই প্রয়াস।

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের আইন, যেমন–শিশু আইন, ২০১৩; পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ইত্যাদিতে সকল মানুষের সুরক্ষার জন্য বিধান রয়েছে। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুর মৌলিক অধিকারসমূহের পাশাপাশি শিশু শোষণ, নির্যাতন এবং ক্ষতিকর উপাদান থেকে শিশুকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্র যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেউ যদি অবৈধভাবে কিংবা ডিজিটাল মাধ্যমে কারো শরীর ও সুনামের ক্ষতি করে, তাহলে প্রচলিত আইনসহ বিশেষ আইনসমূহে শাস্তির বিধান রয়েছে। নিম্নে বিষয়সমূহ বর্ণিত হলো–

শিশু আইন, ২০১৩

- শিশু আদালত কর্তৃক শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি শিশুকে অসৎ পথে চালিত করে বা জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে (যৌনকর্ম) বা নীতি গর্হিত কোনো কাজে লিপ্ত হবার ঝুঁকির সম্মুখীন করে, তাহলে তা এই আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। যার শাস্তি হতে পারে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।(ধারা: ৮০)

- বিচার চলাকালীন কোনো মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো শিশুর স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে,যার ফলে শিশুটিকে সরাসরি কিংবা অন্য উপায়ে চেনা যায়, এমন কোনো কাজ, কোনো প্রতিবেদন, ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। এ ধরনের কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে,যার শাস্তি হতে পারে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড।(ধারা: ৮১)

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২

- কোনো ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি (নারী ও পুরুষের শারীরিক মিলন-সম্পর্কিত ভিডিও)তৈরিকরার জন্য যদি অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করার মাধ্যমে চুক্তিপত্র করে অথবা কোনো নারী, পুরুষ বা শিশুকে লোভ দেখিয়ে,জানিয়ে কিংবা না জানিয়ে স্থির চিত্র, ভিডিও চিত্র বা চলচ্চিত্র ধারণ করার জন্য অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে, তাহলে সেই ব্যক্তি অপরাধীবলে গণ্য হবে। যার শাস্তি সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম (কাজসহ জেল) কারাদণ্ড ও২ লক্ষ টাকা জরিমানা। ধারা: ৮(১)

- কোনো ব্যক্তি পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যক্তির সামাজিক বা ব্যক্তিমর্যাদাহানি হয় এবং ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ ও সুবিধা আদায় কিংবা ধারণকৃত পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে মানসিক নির্যাতন করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধী বলে গণ্য হবে। যার শাস্তি সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ও২ লক্ষ টাকা জরিমানা। ধারা: ৮(২)

- যদি কোনো ব্যক্তি ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি সরবরাহ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। যার শাস্তি সর্বোচ্চ পাঁচবছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ও২ লক্ষ টাকা জরিমানা। ধারা: ৮(৩)

- যদি কোনো ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি প্রদর্শনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সমস্যা তৈরি করে, তাহলে সেই ব্যক্তি অপরাধী বলে গণ্য হবে। যার শাস্তি সর্বোচ্চ দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ধারা:৮(৪)

- **যদি কোনোব্যক্তি–**
  ১. পর্নোগ্রাফি বিক্রয়, ভাড়া, বিতরণ, প্রকাশ্যে প্রদর্শন কিংবা প্রচার করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা সংরক্ষণ করে;
  ২. পর্নোগ্রাফি প্রাপ্তি স্থান সম্পর্কে বিজ্ঞাপন প্রচার করে;
  ৩. এই উপধারায় যে বিষয়গুলো অপরাধ বলে বিবেচিত, এমন কোনো কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। যার শাস্তি সর্বোচ্চ দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ধারা: ৮(৫)

- কোনো ব্যক্তি যদি শিশুকে ব্যবহারের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি তৈরি, বিতরণ, ছাপানো ও প্রকাশনা করে কিংবা শিশু পর্নোগ্রাফি বিক্রয় ও সরবরাহ বা প্রদর্শন করে এবং শিশু পর্নোগ্রাফি বিজ্ঞাপন প্রচার করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধী বলে গণ্য হবে। যার শাস্তি সর্বোচ্চ ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ধারা:৮(৬)

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

- যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মনে হয় যে, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত দেশের বা দেশের কোনো অংশের একত্রী করণ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে বা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঞ্চার করে, সেক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার জন্য বিটিআরসিকে (বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড রেগুলেটরি কমিশন) অনুরোধ করতে পারবে। (ধারা:৮)

- যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনো তথ্য প্রেরণ করেন,যা আক্রমণাত্মক বা ভীতিপ্রদর্শন করে বা এমন কোনো তথ্য সম্প্রচার বা প্রকাশ করেন, যা কোনো ব্যক্তিকে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ করতে পারে বা কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন,তাহলে সেটি হবে একটি অপরাধ। যার শাস্তি হতে পাওে সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড বা ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড। (ধারা:২৫)

- যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোনো মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন,তাহলে এটিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। যার শাস্তি হতে পারে সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড, অনধিক ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড। (ধারা: ২৯)

কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধ ও দণ্ড

উপধারা(১) যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে কোনো সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ কোনো সংস্থার কোনো ধরনের অতি গোপনীয় বা গোপনীয় তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করেন বা করতে সহায়তা করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির কার্যটি কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। (ধারা: ৩২)

উপধারা (২) যদি কোনো ব্যক্তির উপধারা (১)-এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ১৪ (চোদ্দো) বছর কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

উপধারা (৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১)-এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা বারবার সংঘটন করেন, তাহলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।